মানুষের সাথে শয়তানের শত্রুতা

30-January-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلٰى نَبِيِّهِمْ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَاِنْ شَآءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَآءَ غَفَرَ لَهُم অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন এমন বৈঠকে বসবে, যাতে সে না তো **আল্লাহ পাকের** যিকির করে আর না আপন **নবী** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, তবে (কিয়ামতের দিন) সেই বৈঠক তার জন্য আফসোসের কারণ হবে। অতএব **আল্লাহ পাক** চাইলে তাকে আযাব দিবেন আর চাইলে ক্ষমা করে দিবেন। **(তিরমিযী, ৫/২৪৭, হাদীস-৩৩৯১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✯ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে প্রতিটি ব্যক্তি তার শত্রুকে ঘৃণা করে এবং তার ক্ষতি থেকে বাঁচার চেষ্টা করে থাকে, শত্রু যতবেশি শক্তিশালী, তার থেকে নিরাপত্তার বিষয়ে ততবেশি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, ততবেশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। মনে রাখবেন! মানুষের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু হলো শয়তান, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام থেকে শুরু করে সাধারন মানুষ পর্যন্ত শয়তান সবার সাথেই শত্রুতা পোষন করে এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য বিভিন্ন বাহানা করে থাকে, **আল্লাহ পাক** কোরআনে করীমের বিভিন্ন স্থানে শয়তানের পরিচয় দিয়েছেন। আজকের বয়ানে **"মানুষের সাথে শয়তানের শত্রুতা"** সম্পর্কে আয়াত, হাদীসে মুবারাক বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ঘটনাবলী এবং শয়তানের আক্রমনকে প্রতিহত করার পদ্ধতিও শ্রবন করবো। আহ! যদি সম্পূর্ণ বয়ান ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে পরিপূর্ণ মনযোগ সহকারে শ্রবণ করা নসীব হয়ে যায়। আসুন! সর্বপ্রথম শয়তানের মানুষের সাথে শত্রুতার একটি ঘটনা শ্রবণ করি:

অভিশপ্ত শয়তানের ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা লাভ

একবার অলীদের সর্দার হুযুর গউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সফর করছিলেন, সফরকালে কিছুদিন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এমন এক স্থানে অবস্থান করেন, যেখানে পানি ছিলো না, যখন গউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর প্রচন্ড পিপাসা অনুভব হলো, তখন বৃষ্টি হতে লাগলো, যাতে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه পিপাসা নিবারন করলেন, অতঃপর তিনি

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আকাশে একটি নূর দেখলেন, যার একটি অংশ আলোকিত হয়ে গেছে এবং একটি আকৃতি প্রকাশ পেলো, যা থেকে এই আওয়াজ আসলো: "হে আব্দুল কাদির! আমিই তোমার প্রতিপালক এবং আমি তোমার জন্য হারাম বস্তুকে হালাল করে দিলাম!" একথা শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পাঠ করে বললেন: "হে অভিশপ্ত শয়তান! দূর হয়ে যা।" তখন আলোকিত অংশটি অন্ধকারে পরিনত হলো এবং সেই আকৃতি ধোঁয়া হয়ে গেলো। অতঃপর শয়তান এভাবে আক্রমন করলো: "হে আব্দুল কাদির! তুমি আমার থেকে নিজের জ্ঞান, আপন **দয়ালূ রবে**র হুকুম এবং নিজের মর্যাদাময় জ্ঞানবুদ্ধির মাধ্যমে মুক্তি পেয়ে গেলে আর আমি এভাবে (৭০) সত্তরজন বুযুর্গকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছি।" মানুষের শত্রুর এই আক্রমনকেও আমাদের গউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই বলে বিফল করে দিলেন: "এটা শুধুই আমার **দয়ালূ রবে**র দয়া ও অনুগ্রহ।" যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি কিভাবে বুঝলেন যে, সে শয়তান ছিলো? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: তার এই কথায় যে, "নিশ্চয় আমি তোমার জন্য হারার জিনিষকে হালাল করে দিয়েছি।"

(গউসে পাক কে হালাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে গউসে আযম! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানতে পারলাম! অভিশপ্ত শয়তান সাধারন মানুষের প্রতি তো শত্রুতা পোষণ করেই কিন্তু **আল্লাহ** ওয়ালাদের সাথে তার শত্রুতা আরো বেশি হয়ে থাকে এবং তাদের পথভ্রষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ভাবে আক্রমন করে থাকে, কয়েকবার বিফল হওয়ার পরও নিরাশ হয়না, যেমনটি বর্ণনাকৃত ঘটনায় পীরানে পীর, রওশন জমীর, হুযুর গউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মতো মহান ব্যক্তিত্বকে পথভ্রষ্ট করার জন্য এই আক্রমন করলো যে, আমি তোমার জন্য হারাম বস্তুকে হালাল করে দিয়েছি, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার এই আক্রমনকে বিফল করে দিলেন।

এটাও জানা গেলো! যে যতই মর্যাদাবান বুযুর্গ হোক না কেন, তিনি পীর ও ফকীর বা আলিম ও অলী হোক না কেন, তাঁর উপর **আল্লাহ পাকে**র অত্যাবশ্যকীয় ইবাদত ক্ষমা হতে পারে না। একটু ভাবুন! সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা কার?

নিঃসন্দেহে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন নামাযী ছিলেন যে, **তাঁর** ন্যায় কোন নামাযী হতেই পারে না, **তাঁর** ন্যায় কেউ ইবাদত করার কল্পনাও করতে পারে না। **তাঁর** উপর তো তাহাজ্জুদও ফরয ছিলো, যদিওবা **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শরীয়তের মালিক ছিলেন, তবুও **দয়ালূ রবের** বিধান পূর্ণ করেছেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু, এই বিষয়টি **আল্লাহ পাক ১৫** পারা সূরা বনী ইসরাঈলের ৫৩নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الشَّیْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِیْنًا ﴿۵۳﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৫৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো! শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। শয়তান এই শত্রুতা প্রকাশের জন্য অনেক ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকে। ✲ শয়তান কখনো লৌকিকতা প্রদর্শন করিয়ে নেকীসমূহ নষ্ট করে দেয়। ✲ কখনো কুমন্ত্রণা ঢেলে নেকীতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ✲ কখনো মুসলমানদের মাঝে শত্রুতা এবং দূরত্ব সৃষ্টি করে গীবত ও অপবাদের দরজা খুলে দেয়। ✲ কখনো মিথ্যা বলিয়ে আখিরাতকে ধ্বংস করানোর চেষ্টা করে। ✲ কখনো হিংসার কাঁটা অন্তরে বিদ্ধ করিয়ে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করে। ✲ কখনো অহঙ্কারে লিপ্ত করে নিজের শত্রুতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিনত করে। ✲ বাহ্‌বার আকাঙ্ক্ষায় গ্রেফতার করিয়ে নেকী নষ্ট করে দেয়। ✲ কখনো মুসলমানের অন্তরে লুকায়িত শত্রুতা সৃষ্টি করে নিজের কার্যসিদ্ধি করে। ✲ কখনো পিতামাতার অবাধ্যতায় উদ্বুদ্ধ করিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে অপদস্ত করে দেয়। ✲ কখনো অসুস্থতায় অধৈর্য এবং চিৎকার চেঁচামেচি করিয়ে ধৈর্যের বিনা হিসাব সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করিয়ে দেয়। ✲ কখনো নামায থেকে ✲ কখনো ফরয সমূহ থেকে ✲ কখনো ফরয ও আবশ্যিক ইলমে দ্বীন থেকে দূর করে দেয়। ✲ কখনো কোরআনের তিলাওয়াত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ✲ কখনো নেক আমলে অলসতা প্রদান করে। মোটকথা! শয়তান নিজের শত্রুতা প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন ভাবে মানুষকে ঘিরে রাখার চেষ্টা করে থাকে। আমাদেরকে তার প্রতিটি আক্রমনের প্রতি সতর্ক থাকা উচিৎ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শয়তানের একটি হাতিয়ার হলো "লৌকিকতা"

হে আশিকানে রাসূল! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শয়তান আমাদের নেকী করতে দেয় না, যদি আমরা ব্যাপক চেষ্টা করে নেক আমল করাতে সফল হয়েও যাই, তবে শয়তান আমাদের ইবাদত, সদকা ও খয়রাতকে কবুল হওয়া থেকে আটকানোর জন্য তার পুরো শক্তি ব্যয় করে, আমাদের ইবাদতে এমন কোন ভুল করানোর চেষ্টা করে, যা একে নষ্ট করে দেয় বা ইবাদতের পর আমাদের অন্তরে প্রসিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়, কেউ আমাদের নেকীর চর্চা করুক বা না করুক, আমরা স্বয়ং শরীয়তের বিনা প্রয়োজনে নেকী প্রকাশ করে "নিজেকে বড়" করা থেকে বিরত থাকে না এবং এভাবে শয়তানের পাতা লৌকিকতার ফাঁদে ফেঁসে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

লৌকিকতার সংজ্ঞা

আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"নেকীর দাওয়াত"** এর ৫৬ পৃষ্ঠা লিখেন: **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইবাদত করাকে লৌকিকতা বলে। যেনো ইবাদত দ্বারা উদ্দেশ্য যে, মানুষ তার ইবাদত সম্পর্কে জানুক, যাতে সে মানুষে থেকে সম্পদ আহরন করতে পারে বা তার প্রশংসা করে অথবা তাকে নেককার লোক বলে মনে করে কিংবা তাকে সম্মান করে। **(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাইর, ১/৮৬)**

আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব **"নেকীর দাওয়াত"** প্রথম অংশের ৬২ পৃষ্ঠা থেকে লৌকিকতার কিছু ইদাহরণ শ্রবন করি। মনে রাখবেন! লৌকিকতা এমন একটি আমল, যা সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিয়্যতের উপর, সুতরাং যে উদাহরনগলো উপস্থাপন করা হচ্ছে, তা যদিও লৌকিকতারই কিন্তু কিছু স্থানে নিয়্যতের পার্থক্যের কারণে আহকাম পরিবর্তন হয়ে যায়। আসুন! নিজের সংশোধনের নিয়্যতে মনযোগ সহকারে শ্রবণ করি:

লৌকিকতার ১০টি উদাহরন

(১) ক্বিরাত এজন্য শিক্ষাগ্রহণ করা, লোকজন যেন তাকে 'ক্বারী সাহেব' বলে। **(২)** নিজের জন্য বিনয়ের শব্দ যেমন, 'ফকির', 'গুনাহ্গার', 'নাখান্দা',

ইত্যাদি এই জন্য বলা বা লিখা, লোকজন যেন বিনয়ী স্বভাবের লোক বলে মনে করে, বিনয়ের প্রশংসা করে। **(৩)** এজন্য লোকজনের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করা, তাকে যেন সবাই মিশুক ও সচ্চরিত্রবান বলে। **(৪)** সকলের সামনে দোয়া ইত্যাদিতে কান্না এসে গেলে চোখের পানি মুছতে থাকা, এজন্য যে, লোকজনের যেন এমন ভক্তি সৃষ্টি হয় যে, লোকটি রিয়াকারী থেকে বাঁচার জন্য তাড়াতাড়ি চোখের পানি মুছে নিচ্ছে। **(৫)** লোকজনের মনে স্থান পাবার জন্য এ ধরণের কথা তৈরি করা যে, গুনাহ্‌কে আমার বেশি ভয় হয়, অশুভ পরিণতির ভয় হয়, অন্ধকার কবরে কি অবস্থা হবে, হায়! হায়! কিয়ামতের ময়দানে **আল্লাহ্‌**র দরবারে হিসাব কীভাবে দিব। **(৬)** দুনিয়ার প্রতি নিজের অনাসক্তি ও আমলদারীর ছাপ দেখানোর জন্য লোকদেরকে এ কথা বলা, 'আমি তো ধনী ও বড় লোকদের নিকট থেকে দূরেই থাকি'। **(৭)** কারো বিপদের কথা শুনে সমবেদনামূলক কথা বলা, লোকজন যেন তাকে কোমল হৃদয়ের লোক বলে। **(৮)** হাতে এই জন্য তাসবীহ রাখা এবং মানুষকে দেখানো, লোকজনের সামনে বিড়বিড় করা বা আওয়াজ করে পড়া, অনুরূপভাবে দরূদ ও যিকির করা যে, লোকজন তাকে নেক্‌কার মনে করবে। **(৯)** লোকজনের সামনে পানাহার, উঠাবসা ইত্যাদির সুযোগে যত্নের সাথে সুন্নাতের খেয়াল রাখা, আর একাকী সুন্নাতের অনুসরন করে না। **(১০)** দাওয়াতে বা কারো উপস্থিতিতে কম খাওয়া, এজন্য যে, লোকজন তাকে সুন্নাতের অনুসারী ও স্বল্পভোজী লোক বলে জানে। (নেকীর দাওয়াত, ৬২ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাক** লৌকিকতা থেকে আমাদের নিরাপত্তা দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লৌকিকতা থেকে বাঁচার জন্য ইবাদতের মাঝেও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন, কেননা শয়তান লাগাতার আমাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা প্রদান করার চেষ্টায় লেগে আছে, সুতরাং যেমনিভাবে নেক আমলের পূর্বে অন্তরে একনিষ্ঠতা থাকা আবশ্যক, তেমনিভাবে প্রত্যেক নেকী ও ইবাদতের মাঝেও তা প্রতিষ্ঠিত রাখা আবশ্যক।

যদিওবা এভাবে ভাবা ও চিন্তা করা খুবই কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়, শুরুতেই এই কাজ খুবই কঠিন অনুভুত হবে, কিন্তু যখন লাগাতার একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এতে ধৈর্যধারন করা হয় তখন **আল্লাহ পাকে**র দয়া ও অনুগ্রহে এবং **তাঁর** প্রদত্ত তৌফিকে এই কাজ সহজ হয়ে যায়, আমাদের কাজ চেষ্টা করা, সফলতা প্রদানকারী স্বত্বা হলো **দয়ালূ আল্লাহ পাক**। (নেকীর দাওয়াত, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পুরো শহর উজাড় হয়ে গেলো

এক ব্যক্তি শয়তানকে এমন অবস্থায় দেখলো যে, সে তার আঙ্গুল উঁচিয়ে যাচ্ছিলো। সে শয়তানকে জিজ্ঞাসা করলো: তুমি তোমার আঙ্গুল উঁচিয়ে কেন যাচ্ছো? শয়তান বললো: আমি আমার আঙ্গুল দ্বারা বড় বড় কাজ করে থাকি, লোকেরা যে পরস্পর ঝগড়া করে এবং ফিতনা ফ্যাসাদ করে, তা এই আঙ্গুলের খেলা। সেই ব্যক্তি আশ্চার্য হয়ে বললো: এটা কিভাবে সম্ভব? শয়তান বললো: সামনে যেই শহর, তা আমার এই আঙ্গুল কিছুক্ষণের মধ্যেই ধ্বংস করে দেবে এবং লোকেরা নিজেরই ঝগড়া বিবাদ শুরু করবে। শয়তান সেই ব্যক্তির সাথে শহরে প্রবেশ করলো, একটি বাজারে মিষ্টান্ন বিক্রেতা চিনি গুলে এর শিরা বানানোর জন্য তা একটি বড় পাত্রে গরম করছিলো। শয়তান শিরায় আঙ্গুল চুবিয়ে কিছুটা শিরা বের করে নিলো এবং তা দেওয়ালে লাগিয়ে দিয়ে বললো: এবার দেখো এই শহর কিভাবে ধ্বংস হয়, সুতরাং দেওয়ালে লাগা শিরাতে মাছি এসে বসলো, মাছির আধিক্য দেখে একটি টিকিটিকি তা খাওয়ার জন্য সেই দেওয়ালে আসলো। মিষ্টান্ন বিক্রেতার একটি বিড়াল ছিলো, সেই বিড়ালটি টিকিটিকিকে দেখে তার উপর হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো, দু'জন সৈন্য সেই বাজার দিয়ে অতিক্রম করছিলো, যাদের সাথে তাদের একটি কুকুরও ছিলো, কুকুরটি বিড়ালকে দেখে সাথে সাথেই তার উপর আক্রমন করলো, বিড়ালটি পালানোর জন্য লাফ দিলে সোজা গিয়ে শিরার পাত্রের মধ্যে পরে মরে গেলো। মিষ্টান্ন বিক্রেতা তার বিড়ালকে মরতে দেখে কুকুরটিকে মেরে ফেলল, এই দৃশ্য দেখে সৈন্যরা মিষ্টান্ন বিক্রেতাকে হত্যা করে দিলো। মিষ্টান্ন বিক্রেতার আত্মীয়রা যখন জানতে পারলো তখন তারা সৈন্যদের মেরে ফেলল, যখন

সৈন্য বাহিনী তাদের দু'জন সৈন্যের মৃত্যুর সংবাদ শুনলো পুরো সৈন্য বাহিনী রাগান্বিত হয়ে এসে পুরো শহরকে তছনছ করে দিলো। (শয়তান কি হিকায়াত, ১৫০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! বর্ণনাকৃত ঘটনায় যে শিক্ষা আমাদের জন্য রয়েছে, তা হলো যে, আমরা নিজেরাও ঝগড়া থেকে বিরত থাকবো এবং অন্যকেও এই শয়তানি কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবো, কেননা অনেক সময় শুধু ভুল বুঝাবুঝির কারণে অনেক ঝগড়া হয়ে থাকে, অনেক পরিবার বরং বংশ উজাড় হয়ে যায়, তাই যদি কেউ আমাদের ঝগড়া করাতে চায় তবে আমাদের উচিৎ যে, আমরা তাদের নাপাক ইচ্ছা সফল হতে দিবো না।

ঝগড়া যদি করতেই হয় তবে নফস ও শয়তানে সাথে ঝগড়া করুন

সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, ঝগড়া বিবাদ থেকে বেঁচে শয়তানের এই হাতিয়ারকে বিফল করা এবং নিজের মুসলমান ভাইয়ের সাথে ভাতৃত্বের বন্ধন, উত্তম চরিত্র এবং নম্রতা ও মঙ্গল জনক ব্যবহার করা। মনে রাখবেন! ঝগড়ার একটি কারণ হলো অভিযোগ করা, এই অভিযোগই হলো ঝগড়া, এই অভিযোগের পরই কথা বাড়তে থাকে এবং ঝগড়া পর্যন্ত গড়ায় আর তা হত্যাযজ্ঞ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সুতরাং যখনই কারো সংশোধন করা উদ্দেশ্য হয় বা কারো কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার ইচ্ছা হয় তবে অভিযোগের পরিবর্তে বুঝানোর ভঙ্গি অবলম্বন করুন। নম্র এবং আলাদাভাবে তাকে তার সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করার চেষ্টা করুন। অপরের সামনে মুসলমান ভাইয়ের সংশোধন করা মানে তাকে অপমান করা এবং মানুষের দৃষ্টিতে নীচু হওয়ার মতোই। যার ফলে সম্বোধিত ব্যক্তি ঝগড়া করে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, সুতরাং কারো সাথেই ঝগড়া করবেন না এবং নম্রতা ও ভালবাসা এবং ধৈর্য সহকারে কর্ম সম্পাদন করুন। ✲ হ্যাঁ! যদি ঝগড়া করতেই হয়, তবে অভিশপ্ত শয়তানের সাথে ঝগড়া করুন, ✲ যদি ঝগড়া করতেই হয়, তবে নফসে আম্মারার সাথে করুন, ✲ যদি ঝগড়া করতেই হয়, তবে গুনাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষনা করে শয়তানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন, ✲ যদি ঝগড়া করতেই হয়, তবে গীবত ও অপবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষনা করে প্রতিদন্দ্বিতা করুন, ✲ যদি ঝগড়া

করতেই হয়, তবে সিনেমা নাটকের সাথে ঝগড়া করুন, ✻ যদি ঝগড়া করতেই হয়, তবে সূদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন, ✻ যদি ঝগড়া করতেই হয়, তবে প্রতারনা এবং দুই নম্বরীর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলুন, ✻ যদি ঝগড়া করতেই হয়, তবে কু-ধারনা এবং অপবাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রকাশ করুন, ✻ যদি ঝগড়া করতেই হয়, তবে ঘুষের উর্ধগতিকে বাঁধা দিন। মোটকথা! ঝগড়া যদি করতেই হয়, তবে মন্দ কাজের প্রতি করুন এবং সমাজকে নেকীর দিকে নিয়ে যান।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তানের মানুষের সাথে শত্রুতার ধরন এই বিষয়টি দ্বারাও করা যেতে পারে যে, সে মানুষকে দুনিয়ায় তো বিভিন্ন ধরনে হাতিয়ার এবং কুমন্ত্রণার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করেই থাকে, কিন্তু মৃত্যুর সময়ও মানুষকে পথভ্রষ্ট করা, গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং ঈমানের দৌলতকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকেও নিজের সাথে সর্বদার জন্য দোযখের ইন্ধন বানানোর চেষ্টায় লেগে আছে। শয়তানের নিজের তো তাওবা করার তৌফিক নাই তাই সে চায় না যে, অন্য কেউ তাওবা করে তার সাথীদের তালিকা থেকে বের হয়ে জান্নাতের পথের মুসাফির হয়ে যায়। সেই কারণেই সে দুনিয়ায় তাওবা থেকে বাঁধা প্রদান করে, মৃত্যুর সময় ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টায় থাকে, শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করতে থাকে যে, যেকোন ভাবে সে নিজের ঈমান হারিয়ে দোযখের অধিকারী হয়ে যাক, শয়তান মানুষের অন্তরে যে কুমন্ত্রণা প্রদান করতে থাকে, সেই কুমন্ত্রণা অনেক সময় এতই ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে যে, মানুষের জন্য নিজের দ্বীন ও ঈমান বাঁচানো কঠিন হয়ে যায়, যেমন; কখনো তাকদীরের ব্যাপারে কুমন্ত্রণা, কখনো ঈমানের বিষয়ে কুমন্ত্রণা, কখনো ইবাদতের ব্যাপারে কুমন্ত্রণা, কখনো পবিত্রতার ব্যাপারে কুমন্ত্রণা এবং কখনো এই অভিশপ্ত শয়তান **আল্লাহ পাকের** ব্যাপারে কুমন্ত্রণা প্রদান করতে থাকে। আসুন! এব্যাপারে একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

ইমাম রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং শয়তান

যখন ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলো তখন শয়তানও এসে গেলো। সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো: তুমি জীবন মুনাযারায়

অতিবাহিত করেছো, খোদার পরিচয়ও কি লাভ করেছো? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: অবশ্যই **আল্লাহ** এক। সে বললো: এর দলীল কি? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি দলীল উপস্থাপন করলো, সেই অভিশপ্ত ফিরিশতাদের ওস্তাদ ছিলো, সে সেই দলীল খন্ডন করে দিলো। তিনি আরেকটি দলীল দিলেন, সে তাও খন্ডন করলো। এমনকি তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৩৬০টি দলীল উপস্থাপন করলেন আর সে সবই খন্ডন করে দিলো। এবার তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চিন্তিত এবং খুবই হতাশ হয়ে গেলেন, তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত নজমুদ্দীন কুবরা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দূরে কোথাও উচু স্থানে অযু করছিলেন, সেখান থেকেই তাঁকে আওয়াজ দিলেন: বলছো না কেন যে, আমি **আল্লাহ**কে কোন দলীল ছাড়াই মেনে নিয়েছি। (আদাবে মুর্শিদে কামিল, ৮৮ পৃষ্ঠা)

মন্দ মৃত্যু থেকে বাঁচার পদ্ধতি

হে আশিকানে আউলিয়া! জানা গেলো! ঈমানের নিরাপত্তা এবং উত্তম পরিনতির একটি উপায় হলো কোন কামিল পীরের মুরীদ হয়ে যাওয়া। اَلْحَمْدُ لِلّٰه পীর ও মুর্শিদের বাতেনী দৃষ্টিতেও শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা নসীব হয়। এমনকি ঈমানের উপর শেষ পরিনতিও নসীব হয়ে যায়, অন্যথায় শয়তান মৃত্যুর সময় কুমন্ত্রণার মাধ্যমে মুমিনের ঈমানকে নষ্ট করার পুরোপুরি চেষ্টা করে থাকে।

হে আশিকানে রাসূল! শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচাতে, ঈমানের নিরাপত্তা পেতে, সুন্নাতের অনুসারী হতে এবং গুনাহের প্রতি সত্যিকারভাবে ঘৃণা করাতে এবং ঈমানের নিরাপত্তার প্রেরণা নিজের মাঝে সৃষ্টি করতে নেককার লোকের সহচর্য অবলম্বন করুন, কেননা নেককার লোকের সহচর্যে বসাতে গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং নেকীর করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। বর্তমানে আশিকানের রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ কোন নেয়ামতের চেয়ে কম নয়, সুতরাং যদি আমরা নেককার হয়ে ঈমানের নিরাপত্তা রক্ষাকারী হয়ে চাই তবে আজই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দয়াময় আঁচলে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং সুন্নাতের সাড়া জাগানোর জন্য **১২**টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহন করুন।

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ "কাফেলা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে "**কাফেলা**"। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **কাফেলা**র বরকতে জানিনা কতযে লোকের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ✻ **কাফেলা**য় সফর করাতে নেককার লোকের সহচর্য অর্জিত হয়। ✻ **কাফেলা**র বরকতে মসজিদে নফল ইতিকাফ করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ✻ **কাফেলা**র বরকতে বেনামাযীরা নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে জানে। ✻ **কাফেলা**র বরকতে অসংখ্য দ্বীনি মাসআলা শিখার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ✻ **কাফেলা**র বরকতে মসজিদে যিকির, দরস ও বয়ান অব্যাহত থাকে। ✻ **কাফেলা**র বরকতে মসজিদে পরিপূর্ণ থাকে।

কাফেলায় সফরকারী সৌভাগ্যবান আশিকানে রাসূলের জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও কিরূপ সুন্দর দোয়া করেছেন। আসুন! সেই দোয়াটি আমরাও শ্রবণ করি:

প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবার ৩দিনের কাফেলায় সফরকারীদের জন্য তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দোয়া করেন: **ইয়া রাব্বে মুস্তফা**! যে ব্যক্তি প্রত্যেক ইংরেজি মাসের প্রথম শুক্রবার ৩দিনের কাফেরায় সফর করার যাত্রা করবে, তাকে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার দ্বারা ধন্য করো।

প্রত্যেক মাসের ২য় শুক্রবার ৩দিনের কাফেলায় সফরকারীর জন্য দোয়া করছেন: হে **আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি ইংরেজী মাসের ২য় শুক্রবার ৩দিনের কাফেলায় সফর করবে, তার অন্তর নেকীর মাঝে লাগিয়ে দাও।

প্রত্যেক মাসের ৩য় শুক্রবার ৩দিনের কাফেলায় সফরকারীদের জন্য দোয়া করছেন: **হে দয়ালূ মালিক**! যে ব্যক্তি ইংরেজী মাসের ৩য় শুক্রবার কাফেলায় সফরের জন্য যাত্রা করবে, তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে তোমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব নসীব করো।

প্রত্যেক মাসের ৪র্থ শুক্রবার ৩দিনের কাফেলায় সফরকারীদের জন্য দোয়া করছেন: **দয়ালূ প্রতিপালক**! যে ব্যক্তি ইংরেজী মাসের ৪র্থ শুক্রবার ৩দিনের কাফেলায় সফর করে, তাকে শাফায়াতকারী **মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত কিয়ামতের দিন নসীব করো।

কোন মাসে ৫ম শুক্রবার হওয়া অবস্থায় ৩দিনের কাফেলায় সফরকারীদের জন্য দোয়া করছেন: **হে আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি ইংরেজী মাসের ৫ম শুক্রবার হওয়া অবস্থায় সেইদিন কাফেলায় সফর করবে, তার উপর দোযখকে হারাম করে দাও।

১২মাস পর্যন্ত ৩দিনের কাফেলার মুসাফিরদের জন্য দোয়া করছেন: **ইয়া রাব্বে মুস্তফা**! যে ব্যক্তি কমপক্ষে ১২ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে ৩দিনের কাফেলায় সফর করে, তাকে তুমি ছাড়া আর কারো মুখাপেক্ষী করো না।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করতে, ইলমে দ্বীন অর্জন করতে এবং সাওয়াব অর্জনের জন্য কাফেলায় সফর করুন, যাতে সাওয়াবও অর্জিত হয়। কাফেলায় সফর করাতে কখনোবা দুনিয়াবী উপকারীতাও অর্জিত হয়। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে কাফেলার বরকত সম্বলিত একটি ঘটনা শ্রবণ করি:

পুরোনো রোগ থেকে মুক্তি অর্জিত হয়ে গেলো

করাচীর এলাকা নাযিমাবাদের অধিবাসী এক বয়স্ক ইসলামী ভাই প্রায় ১৯ বছর যাবৎ শ্বাস প্রশ্বাসের রোগে আক্রন্ত ছিলো। অনেক সময় রোগের আধিক্যের কারণে সে অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতো, কখনো অর্ধেক রাতে অবস্থা খারাপ হয়ে যেতো তখন ডাক্তারের নিকট যেতে হতো। মোটকথা চিকিৎসায় কোনরূপ হেলা করা হতো না। তার সৌভাগ্য যে, একবার আশিকানে রাসূলের সাথে তিনদিনের কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন হলো,কাফেলার বরকতে তার দিনরাত **আল্লাহ**র ইবাদতে অতিবাহিত হয়, ইলমে দ্বীন অর্জন করার সুযোগ অর্জিত হয় এবং আরো অনেক বরকতও নসীব হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه কাফেলায় সফর করার সময় তার না কোন ইঞ্জেকশন প্রয়োজন হলো না কোন ডাক্তারের নিকট যেতে হলো বরং সেখানে প্রশান্তি অনুভুত হলো, যা এর পূর্বে আর কখনোই হয়নি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه কাফেলার বরকতে তার ১৯ বছরের পুরোনো রোগ অনেকাংশে কমে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শয়তান কেন অভিশপ্ত হলো?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! অভিশপ্ত শয়তান সম্পর্কে কিছু শ্রবণ করি, সে কে ছিলো এবং তার এই আপদ কিভাবে এলো যে, **আল্লাহ পাক** তাকে অনন্তকালের জন্য নিজের পবিত্র দরবার থেকে কেন অভিশপ্ত বলে ঘোষনা করে দিয়েছেন।

মনে রাখবেন! সে নরাধম ও অভিশপ্ত ঘোষিত হওয়ার পূর্বে শয়তান সুন্দর, সুশ্রী, অনেক বেশি জ্ঞানের অধিকারী, অনেক বেশি ইবাদতকারী, ফিরিশতাদের সর্দার ছিলো, তার ফিরিশতাদের মাঝে একটি বিশেষ মর্যাদা অর্জিত ছিলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ফিরিশতাদের নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর ইবলিশকে শুধুমাত্র আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। (মুসলিম, কিতাবুয যুহুদ ওয়ার রিকাক, ১২২১ পৃষ্ঠা, হাদীস-৭৪৯৫) ইবলিশ যাকে শয়তান বলা হয়, ফিরিশতাদের সর্দার হওয়ার পূর্বে চল্লিশ হাজার বছর পর্যন্ত জান্নাতের ধনভান্ডারের দায়িত্বে ছিলো, আশি হাজার বছর পর্যন্ত ফিরিশতাদের সাথে ছিলো, বিশ হাজার বছর পর্যন্ত ফিরিশতাদের বয়ান শুনাতে থাকে, ত্রিশ হাজার বছর পর্যন্ত নৈকট্যশীল ফিরিশতাদের (যেমন হযরত জিব্রাইল ও হযরত আজরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام ইত্যাদি) সর্দার ছিলো, এক হাজার বছর পর্যন্ত রূহানিয়্যিনদের (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** সূর্য চন্দ্র থেকেও বেশি আলোকিত চেহারা সম্পন্ন বিশেষ ফিরিশতা) সর্দার ছিলো, চৌদ্দ হাজার বছর পর্যন্ত আরশের তাওয়াফ করতে থাকে, প্রথম আসমানে তার নাম আবিদ, দ্বিতীয় আসমানে যাহিদ, তৃতীয় আসমানে আরিফ, চতুর্থ আসমানে অলী, পঞ্চম আসমানে তক্বী, ষষ্ট আসমানে খাযিন এবং সপ্তম আসমানে আযাযিল ছিলো আর লৌহে মাহফুযে তার নাম ইবলিশ (অর্থাৎ **আল্লাহ**র রহমত থেকে নিরাশ) লিখা ছিলো এবং সে তার পরিনতি সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলো। (আজায়িবুল কোরআন মাআ গারায়িবুল কোরআন, ২৫৩ পৃষ্ঠা) যখন **আল্লাহ পাক** তাকে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সিজদা করার আদেশ দিলে তখন সে বলতে লাগলো: হে **আল্লাহ!** তুমি একে আমার উপর ফযিলত দিয়ে দিয়েছো, অথচ আমি তাঁর থেকে উত্তম, তুমি আমাকে আগুন দ্বারা এবং তাঁকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছো, আমি আগুন হয়ে এই মাটির তৈরি মানুষকে সিজদা করবো? তখন **দয়ালূ রব** ইরশাদ করলেন:

আমি যা ইচ্ছা তাই করি। সকল ফিরিশতরা হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সিজদা করলো কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান অহঙ্কারের কারণে সিজদা করলো না, তখন ফিরিশতারা **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য আরেকটি সিজদা শোকরানা স্বরূপ করলো, কিন্তু শয়তান তাদের থেকে দূরে দাঁড়িয়ে রইলো এবং তার এই কাজের জন্য কোন অনুশোচনা হলো না তখন তাকে **অহঙ্কার** করার কারণে **আল্লাহ পাক** অনন্তকালের জন্য আপন দরবার থেকে অভিশপ্ত ঘোষনা করে বের করে দিলেন, শুকরের ন্যায় ঝুলন্ত মুখ, মাথা উটের মাথার ন্যায়, বুক বড় উটের কুঁজের ন্যায়, চেহারা এমন যেমনটি বানরের ন্যায়, চোখ খাড়া, নাক নাপিতের খুরের ন্যায় খোলা, ঠোঁট ষাঁড়ের ঠোঁটের ন্যায় ঝুলন্ত, দাঁত শুকরের ন্যায় বাইরে বের করা এবং দাড়িতে শুধুমাত্র সাতটি চুল, এই আকৃতিতে তাকে জান্নাত খেবে নীচে ফেলে দেয়া হলো এবং কিয়ামত পর্যন্ত অভিশাপের অধিকারী হয় গেলো আর তখন থেকে এই ইবলিশ, অভিশপ্ত শয়তান নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৭৯ পৃষ্ঠা)**

অহঙ্কারের ধ্বংসলীলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখনই আমরা শয়তান সম্পর্কে শুনলাম যে, কতবড় ইবাদত গুজার, জ্ঞানী ছিলো কিন্তু তাকে একটি গুনাহের কারণে **আল্লাহর** দরবার থেকে অভিশপ্ত ঘোষনা করে দিয়ে বের করে দেয়া হয়েছে এবং সেই গুনাহ ছিলো **অহঙ্কার**। ✲ **অহঙ্কার** শয়তানের হাতিয়ার গুলোর মধ্যে একটি হাতিয়ার, যার মাধ্যমে সে মানুষের সাথে নিজের শত্রুতা প্রকাশ করে এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট করে তাদেরকে **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টির অতল গহ্বরে ঠেলে দেয়, মনে রাখবেন! ✲ **অহঙ্কার** ধ্বংসকারী আমল, ✲ **অহঙ্কারী আল্লাহ পাকের** অপছন্দনীয় বান্দা, ✲ **অহঙ্কারী** দূর্ভাগাদের অন্তরে **আল্লাহ পাক** মোহর লাগিয়ে দেয়, ✲ **অহঙ্কারী** কোরআনী আয়াতে চিন্তা ভাবনা করা এবং তাদের থেকে শিক্ষা ও নসীহত অর্জন করা থেকেবঞ্চিত হয়ে যায় ✲ এবং সেই দূর্ভাগাকে অপদস্ত করে দোযখে প্রবেশ করানো হবে। ✲ **অহঙ্কারী**রা নেক লোকদের বরং বুযুর্গদের সহচর্য থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। আসুন! **অহঙ্কারের** সংজ্ঞা শ্রবণ করে নিই:

অহঙ্কারের সংজ্ঞা

নিজেকে উত্তম, অপরকে নিকৃষ্ট মনে করার নামই হলো **অহঙ্কার**।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **অহঙ্কার** সত্যের বিরুধীতা এবং মানুষকে নিকৃষ্ট জানার নাম। **(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস-৯১)**

ইমাম রাগিব আসফাহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: **অহঙ্কার** হলো, মানুষ নিজেকে অন্যের চেয়ে উত্তম মনে করা। **(আল মুফরিদাত লির রাগিব, ৬৯৭ পৃষ্ঠা)**

যার অন্তরে **অহঙ্কার** থাকে তাকে **"অহঙ্কারী"** বলা হয়।

অহঙ্কার থেকে বাঁচার উপায়

অহঙ্কার থেকে মুক্তির জন্য বিনয়ের ফযীলতের প্রতি দৃষ্টি রাখুন এবং এভাবে **"চিন্তা ভাবনা"** অর্থাৎ নিজের আমলের হিসাব করুন যে, হাশরের ময়দানে প্রত্যেককে নিজের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে, আমাকেও আপন প্রতিপালকের দরবারে নিজের আমলের হিসাব দিতে হবে, যদি অহঙ্কারের কারণে আমার প্রতিপালক আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং আমাকে দোযখে নিক্ষেপ করে দেয়া হয় তবে দোযখের ভয়াবহ আযাব কিভাবে সহ্য করবো? এমনভাবে নিজের আমলের হিসেব করাতে اِنْ شَآءَ الله **অহঙ্কার** থেকে বাঁচতে অনক সাহায্য অর্জিত হবে।

অনুরূপভাবে **অহঙ্কার** এবং অনান্য মন্দ কাজ থেকে মুক্তির জন্য দোয়ার সহায়তাও নিন, কেননা দোয়া হলো মুমিনের হাতিয়ার। সুতরাং দোয়া করুন: হে **আল্লাহ**! আমি নেককার হতে চাই, **অহঙ্কার** এবং অন্যান্য সকল মন্ত কাজ থেকে পিছু ছাড়াতে চাই, কিন্তু নফস ও শয়তান আমাকে চেপে ধরেছে, তুমি এর প্রতিদন্ধিতায় আমাকে সফলতা দান করো, আমাকে নেককার বানিয়ে দাও, বিনয়ের অনুসারী বানিয়ে দাও।

অনুবাদ মজলিশ!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তানের প্রতারনা এবং অন্যান্য গুনাহ থেকে বাঁচার আরো একটি অনন্য মাধ্যম হলো আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দ্বীনের খেদমতের কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়া। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**

দুনিয়াজুড়ে প্রায় ১০৮টি বিভাগের মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত মুসলমানদের সংশোধনের চেষ্টা করে যাচ্ছে, এই বিভাগ গুলোর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"অনুবাদ মজলিশ"**। এই মজলিশের অধীনে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও পুস্তিকা, মাসিক ফয়যানে মদীনা, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহ ও অন্যন্য বিভাগ থেকে পাওয়া সাংগঠনিক বিষয়বস্তুর অনুবাদ করা হয়ে থাকে। এই মজলিশের অধীনে এই পর্যন্ত ১৬০০টিরও বেশি কিতাব ও পুস্তিকা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে, এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষী কোটি কোটি মানুষও এই সকল কিতাব ও পুস্তিকা নিজেরাও পড়ুন এবং অপরকেও পড়ার উৎসাহ প্রদান করুন, সাধ্য অনুযায়ী পুস্তিকা বন্টনও করুন اِنْ شَآءَ الله এর অসংখ্য বরকত নসীব হবে। **আল্লাহ পাক "অনুবাদ মজলিশ"**কে আরো একাগ্রতার সহিত এই মহান কাজকে অগ্রসর করার সৌভাগ্য নসীব করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাবীযের আদব ও মাসআলা

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা **"জীবিত কন্যাকে কূপে নিক্ষেপ করলো"** এর ১৯ পৃষ্ঠা থেকে তাবীযের কিছু আদব ও মাসআলা শ্রবন করি: ✻ কোরআনের আয়াত পাঠ করার জন্য হায়েয ও নিফাস এবং জানাবাত (তথা গোসল ফরয হওয়া) থেকে পবিত্র হওয়া জরুরী আর আয়াতের তাবীজ লিখার সময়ও পবিত্রতার প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখুন। যার উপর গোসল ফরয হয়নি সে অযু ছাড়া স্পর্শ করা ব্যতীত দেখে বা মুখস্থ আয়াত পাঠ করতে পারবে কিন্তু অযু ছাড়া আয়াতের তাবীয লিখা তার জন্যও জায়িয নেই। অনুরূপ ভাবে এই ধরণের সবার জন্য এরকম তাবীয স্পর্শ করা বা এমন আংটি স্পর্শ করা বা পরিধান করা হারাম, যেমন; হরফে মুকাত্তিয়াতের আংটি। ✻ যদি আয়াতের তাবীয কাপড়, রেক্সিন বা চামড়া ইত্যাদিতে সেলাই করা থাকে তবে গোসলবিহীন এবং অযু ছাড়া সকলের জন্য তা স্পর্শ করা, পরিধান করা জায়িয। ✻ তাবীয সব সময় এই ভাবেই লিখবেন যাতে প্রত্যেক বৃত্তাকার হরফগুলোর

গোলাকৃতি খোলা থাকে। অর্থাৎ এই ভাবে ط, ظ, ه, ه, ص, ض, و, م, ف, ق ইত্যাদি। ✻ আয়াত প্রভৃতির মধ্যে ইরাব (তথা যের, যবর, পেশ ইত্যাদি) লাগানো জরুরী নয়। ✻ পরিধান করার তাবীয সব সময় ওয়াটার প্রুফ কালি যেমন; বল পয়েন্ট দিয়ে লিখবে।

ঘোষণা

তাবীযের অবশিষ্ট আদব ও মাসআলা তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)